পরিচিতি নং : ঢা.বি. ৮৩, ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত জঙ্গল বাড়ি

অবস্থান:

কিশোরগঞ্জ শহর থেকে ১০ কিমিঃ উত্তর পূর্ব দিকে করিমগঞ্জ উপজেলার নরসুন্দা নদীর তীরে কাদির জঙ্গারল ইউনিয়নে জঙ্গল বাড়ি গ্রামের ঈশা খাঁ স্মৃতি বিজড়িত জঙ্গল বাড়ি অবস্থিত। এটি কবি দ্বিজবংশীদাস এবং চন্দ্রাবতী মন্দির থেকে ১২ কিমিঃ দক্ষিণে।

ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত জঙ্গল বাড়ি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ ০ঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলাধীন জঙ্গলবাড়ি একটি গ্রাম।এ স্থানে একটি দুর্গ ছিল। বংলার বারভূঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁ এ দুর্গে বসবাস করতেন বলে জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে এগারসিন্দুর দুর্গে সংঘটিত যুদ্ধে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের নিকট ঈশাখাঁ পরাজিত হয়ে তিনি লক্ষণ হাজরাকে বিতাড়িত করে এ দুর্গ অধিকার করেন বলে জানা যায়। ঈশাখাঁ এ দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক ইমারতাদি নির্মাণ করেন। তাঁর বংশধরদের বাড়িঘর জঙ্গালবাড়ি গ্রামে এখনও আছে। এখানে দুটি ভবন রয়েছে।

পরিচিতি নং : ঢা.বি. ৮০, কবি দ্বিজ বংশীদাস মন্দির

অবস্থান:

কবি দ্বিজ বংশীদাস মন্দির কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা মাইজখাপন ইউনিয়নের কাচারীপাড়া গ্রামে মৃত ফুলেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত। ৬ কিমি দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলা শহর।

কবি দ্বিজ বংশীদাস মন্দির

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

মধ্যযুগের কবি ছিলেন দ্বিজ বংশীদাস। মৃত ফুলেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে কবি দ্বিজ বংশীদাস মন্দিরটি কালের éী হিসেবে আছে। মন্দিরটি আনুমানিক ১১ মিটার উঁচু এবং এক শিখর, এক কক্ষ বিশিষ্ট। সরলরেখায় নির্মিত মন্দিরটি ভূমি থেকে ৩৯ সেমি উঁচু প্লাটফরমের উপর অবস্থিত । মন্দিরটি আটকোণাকার ও আট বাহু বিশিষ্ট এবং দক্ষিণ দিকে একমাত্র একটি দরজা আছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির স্থাপত্যিক কাঠামো বিন্যাস প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত। দেহ বা ধড় অংশ এবং শিখর অংশ। নিচের প্রায় ৫ মিটার আটকোণাকারে নির্মিত দেহাংশ তিনটি থাকে বিভক্ত এবং ব্যান্ড দ্বারা যুক্ত এবং মারলন অলংকরণ রয়েছে। দেহাংশের তিনটি থাক থেকেই দক্ষিণ দিকের দরজার খোলা অংশ ব্যতীত প্রতিটি বাহুতে অন্ধখিলানযুক্ত বদ্ধ দরজা নকশাংকিত রয়েছে।উপরের থাক প্রায় নিচের থাকের অনুরূপ। মঠের দেহাংশের উপরের অংশ আটটি পলে বা পত্রে মোচাকৃতি হয়ে উপরে সুক্ষé চূড়ায় শেষ হয়েছে। বদ্ধ দরজার নকশায় খিলানের সঙ্গে আয়তাকার ফ্রেম পাশে অর্ধগোলাকার পিলাস্টার রয়েছে। পুরো মন্দিরের দেয়াল গায়ে চুন-সুরকির প্লাস্টার রয়েছে।

পরিচিতি নং : ঢা.বি ৮১, মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর মন্দির

অবস্থান:

চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির কিশোরগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাস্থ মাইজখাপন ইউনিয়নের কাচারীপাড়া গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরটি উপজেলা জেলা সদর থেকে ৬ কিমি: উত্তর অবস্থিত।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

চন্দ্রাবতী মধ্যযুগের কবি দ্বিজবংশী দাসের কন্যা, একজন বিখ্যাত কবি এবং বাংলার প্রথম বিখ্যাত মহিলা কবি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি চন্দ্রাবতী এই মঠ বা মন্দির নির্মাণ করেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে, কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। মধ্যযুগের উজ্জ্বল কবি ও পালাকার চন্দ্রবতী এ দেশে আঞ্চলিক ভাষায় ব্যতিক্রমী রামায়ণপালার রচয়িতা। তিনি জন্মেছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার মাইজখাপন ইউনিয়নের খরস্রোতা ফুলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী পাতুয়ারি গ্রামে। তৎকালীন সময়ে এ দেশে যেসব নারী কবিতা লেখার মতো সাহস প্রদর্শন করেছিলেন, ইতিহাস বলে, চন্দ্রাবতী তাঁদের মধ্যে প্রথম। মতান্তরে এজন্যই তাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি বলা হয়ে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত লেখা থেকে জানা যায়, আশৈশব খেলার সাথি ও প্রেমিক জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর যখন বিয়ের কথা চূড়ান্ত, তখন আচমকা চরম প্রতারণার শিকার হন তিনি। তাঁর প্রেমিক জয়ানন্দ ঘটনাচক্রে অন্য নারীকে বিয়ে করেন। জীবনের এই প্রেম আর অপ্রত্যাশিত প্রতারণার ভার বহন করে চন্দ্রাবতী আজীবন অবিবাহিত থেকে লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। চন্দ্রাবতীর অনুরোধে পিতা দ্বিজ বংশীদাশ চন্দ্রাবতীর জন্য একটি শিবমন্দির নির্মাণ করে দেন। সেখানে শিবপূজা আর কাব্যসাধনাতেই জীবন কাটান কবি চন্দ্রাবতী।

ভূমি থেকে ৫৫ সেমি উঁচু প্লাটফরমের উপর অষ্টকোণাকৃতির চন্দ্রাবতীর মন্দিরটি অবস্থিত। প্রায় ২৫ মিটার উঁচু মন্দিরটি ভূমি থেকে উপরের দিকে শেষ পর্যন্ত ৩টি ধাপে বিভক্ত। নিচের ধাপ দুটি সরলরেখা আকারে নির্মিত। প্রত্যেক ধাপের চারদিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে নির্মিত খিলানের সাহায্যে প্রশস্ত কুলুঙ্গি আছে। কুলুঙ্গির ভিতর আকর্ষনীয় অলংকরন রয়েছে। এক কক্ষ বিশিষ্ট মন্দিরটিতে অর্ধ-বৃত্তাকার প্রবেশ পথ রয়েছে।প্রবেশ পথের উচ্চতা ১.৫২ মিটার এবং প্রশস্ততা ৬২ সেমি।মন্দিরের দেয়ালের প্রশস্ততা ৬৭ সেমি।

পরিচিতি নং- ঢা.বি. ৭৫, কুতুব মসজিদ

অবস্থান:

কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থানার অষ্টগ্রাম একটি ভাটি অঞ্চলের গ্রাম। ্এ গ্রামে কুতুব মসজিদের অবস্থান।

কুতুব মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

জনশ্রুতি আছে কুতুবশাহ নামক দরবেশ কুতুব মসজিদ নির্মাণ করেন। উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের বাইরের দিকের আয়তন ১৪.৯৪ মিটার দ্ধ৯.১৫ মিটার এবং ভিতরের দিকের আয়তন ১০.৯ মিটার দ্ধ৪.৮৫ মিটার। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়ালের প্রশস্ততা ১.৫১ মিটার, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রশস্ততা ১.২ মিটার। মসজিদের চার কোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতির টারেট আছে। টারেটগুলো বলয়াকারে স্ফীত রেখা দ্বারা অলংকৃত। মসজিদের কার্ণিশ ধনুকাকৃতির মত বাঁকা। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিন দেয়ালে ২টি করে অর্ধ-বৃত্তাকার খিলানে প্রবেশ পথ আছে। মসজিদের ভিতর পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। মসজিদের সামনের দেয়ালে প্যানেলেকারে কারুকার্য ছিল এবং প্যানেলের মধ্যে পোড়ামাটির ত্রিফলক ছিল। মসজিদের ছাদে রয়েছে পাঁচটি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। কেন্দ্রীয় গম্বুজের চার কোণে বাকি চারটি গম্বুজ।

পরিচিতি নং- ঢা. বি. ৭৭, শাহ মোহাম্মদ মসজিদ

অবস্থান:

শাহ মোহাম্মদ মসজিদ কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার মঠখোলা ইউনিয়নের এগারসিন্ধু গ্রামে অবস্থিত। উপজেলা সদর থেকে ১০ কি:মি: দক্ষিণে এবং জেলা সদর থেকে ২০ কি:মি: দক্ষিণ পশ্চিমে এর অবস্থান।

শাহ মোহাম্মদ মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

জনশ্রুতি আছে শাহ মোহাম্মদ নামক দরবেশ এ মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক দানীর মতে ১৬৮০ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মসজিদে কোন শিলালিপি না থাকায় মসজিদটি কবে নির্মিত হয়েছে তা জানা যায়নি।

এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের আয়তন ৭.২০ মি: দ্ধ ৪.১০ মি:(বাইরের দিকে)। দেয়ালের প্রশস্ততা ৯০ সেমি:। চারকোণে চারটি অস্টকোনাকৃতি মিনার বা টারেট আছে। ছাদের কার্ণিশ ও সোজা প্যারাপেটে মারলন নক্শা রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশ পথ আছে প্রবেশ পথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাইরের দিকে কিছুটা উ"্গত এবং প্রবেশপথের উপর পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলংকরণ রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালে ভিতরের দিকে ৩টি মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। মসজিদের সামনে রয়েছে ২ মি: প্রশস্ত আঙ্গিনা। আঙ্গিনার সামনে রয়েছে চৌচালা পাকা ঘর । এ ঘরের ভিতর দিয়ে মসজিদের প্রাঙ্গনে ঢুকতে হয়। মসজিদের চারদিকে অনুচ্চ সীমানা প্রাচীর রয়েছে। সীমানা প্রাচীর সহ মসজিদের আয়তন ২৪.৪০ মি: দ্ধ ১৫.৮০ মি:। প্রাচীরের প্রশস্ততা ৮ সেমি:।

সাদী মসজিদ, পরিচিতি নং: ঢা.বি. ৭৮

অবস্থান:

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার মজিদপুর গ্রামে সাদী মসজিদ অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ২০ কিমি: দক্ষিণ পশ্চিমে এবং উপজেলা সদর থেকে ১০ কিমি দক্ষিণে সাদী মসজিদ অবস্থিত।

সাদী মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

শিলালিপি থেকে জানা যায় সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব কালে শেখ শিরুর পুত্র সা'দী ১০৬২ হিজরী (১৬৫২) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। সাদী মসজিদ এক গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের আয়তন ৭.৭৭ মিটার(পূ:প) ব্ধ ৭.৯০ মিটার (উ:দ:)(বাইরের দিকে) । মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। টারেটগুলোর উপর উঠে গেছে। ছাদের কার্ণিশ বাঁকানো। পূর্ব দেয়ালে ৩টি ও উত্তর দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ আছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রবেশপথগুলোর চারদিকে পোড়ামাটির চিত্রফলকের কাজ আছে। পশ্চিম দেয়ালে ভিতর ৩টি অলংকৃত মিহরাব আছে। মিহরাবগু•jv সুন্দর ভাবে অলংকৃত।

পরিচিতি নং: ঢা.বি. ৭৬, গড়াই মসজিদ

অবস্থান:

কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলাধীন গোড়াই নামক গ্রামে গড়াই মসজিদ অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ২৮ কি:মি: দক্ষিণ পূর্বে এবং উপজেলা সদর থেকে ৮ কি:মি: দক্ষিণে গড়াই মসজিদ অবস্থিত।

গড়াই মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

কিশোরগঞ্জ নিকলী উপজেলার গরুই একটি গ্রাম। জনশ্রুতি আছে বারবকশাহ্ রাজত্ব কালে স্থানীয় শাসনকর্তা মজলিস-ই-আলী কর্তৃক ৮৭১ হিজরী (১৪৬৭খ্রি:) সনে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। বর্গাকার মসজিদের চার কোণায় কর্নার টারেট ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে। কার্ণিশের উপর সরু মিনার রয়েছে। মসজিদে পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। প্যারাপেটে চিনি টিকরীর অলংকরন রয়েছে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের পূবর্, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আধুনিক কাঠামো নির্মাণ করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গম্বুজের গায়ে পত্রাকার নক্সা রয়েছে। মসজিদে একটি শিলালিপি রয়েছে কিন্তু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মসজিদের সম্পূর্ণ অংশটিতেই আধুনিক নির্মাণ উপকরণ টাইলস সংযোজন এবং বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ভিতরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবগুলোতে আধুনিক নির্মাণ উপকরণ টাইলস ও রংয়ের ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিচিতি নং : ঢা.বি. ৭৯, আওরঙ্গজেব মসজিদ

অবস্থান:

আওরঙ্গজেব মসজিদ কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুরিয়া উপজেলাধীন সুতিয়া ইউনিয়নের হবশী গ্রামে অবস্থিত। মসজিদটি সুতিয়া নদীর আধা কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। উপজেলা সদর থেকে ৩ কিমি দক্ষিণে এবং জেলা সদর থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

আওরঙ্গজেব মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

সুতিয়া নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত আওরঙ্গজেব মসজিদটি ১৬৬৯ খ্রি: সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার আওরঙ্গজেব মসজিদের আয়তন ২৭ বর্গফুট। মসজিদের দক্ষিণ ও পশ্চিমে আধুনিক কাঠামো নির্মাণ করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

পরিচিতি নং- ঢা.বি. ৮২, সাহেব বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থানঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার ধলা ইউনিয়নের সেকান্দার নগর একটি গ্রাম। সাহেব বাড়ি জামে মসজিদ জেলা সদর থেকে ২ কিমি উত্তরে অবস্থিত।

সাহেব বাড়ি জামে মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

(১৯.১০ মিটার দ্ধ ১৬.৬০ মিটার) আয়তনের প্লাটফরমের উপর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট সাহেব বাড়ি জামে মসজিদ অবস্থিত। প্লাটফরমের উপর মসজিদের চারদিকে অনুচ্চ বেষ্টনী প্রাচীর আছে। প্রাচীরের প্রশস্ততা ৬০ সেমি। মসজিদের সামনে ১.৮০ মিটার প্রশস্ত আঙিনা রয়েছে। মসজিদের সামনে একটি সুন্দর গেইট রয়েছে। গেইট এর প্রশস্ততা ১.৮০ মিটার। দুই বাহুর প্রশস্ততা ৯৩ সেমি। গেইট এর উচ্চতা ৪.১৫ মিটার। গেইটের উপরিভাগে অর্ধবৃত্তাকার খিলানের মধ্যে ফুলের অলংকরন আছে। গেইটের ১৬ ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি রয়েছে। মসজিদের বাইরের দিকের আয়তন ১৩.৫০ মিটার দ্ধ ৭.৫০ মিটার। দেয়ালের প্রশস্ততা ১.১০ মিটার। চার কোণে চারটি

অষ্টকোণাকৃতি মিনার বা ট্যারেট রয়েছে। ট্যারেটগুলি ছাদের উপরে উঠে গেছে। মসজিদের গায়ে কোন শিলালিপি না থাকায় এটি কবে নির্মিত হয়েছে বলা কঠিন। মসজিদের উত্তর পূর্ব দিকে আধুনিক টিনশেড নির্মিত হয়েছে।